হূল

দেবব্রতু সিংহ

মকর বিদায় হয়েছে সবে। পৌষের মকর সংক্রান্তি। ছুটি ছিল টানা সাত দিন। টুসু পরবের ছুটি। আজ থেকে আবার ক্লাস শুরু। গিধনীর কুষ্ঠ নিবারণ সমিতির বাঁদিকে কাঁকুরে মাটির যে কাঁচা রাস্তাটা চলে গেছে সেখানে খানিক দূরে কাপগাড়ি গ্রামের মাথায় মোহলতলায় কস্তুরবাঈ নারী জাগরণ কেন্দ্রের সর্বোদয় সেন্টারের ক্লাস। সেন্টারের দিদিমনি জামবনীর শিবু কুঁইবির মেয়ে সাঁঝলি, সে এই প্রবল শীতের সকালে শাল জঙ্গলের মাঝ বরাবর লাল ধুলোয় রাস্তায় হাড় হিম করা উত্তরে বুনো হাওয়া মাড়িয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। পরণে আকাশি রঙের নীল চুড়িদারের ওপর সাদা সোয়েটার, গলায় লাল স্কার্ফ জড়ানো।

রাস্তার দুপাশে শালজঙ্গলে এখন নতুন ফুল নতুন পাতা গজানোর সময়। শিশিরের ফোঁটা চুঁইয়ে পড়ছে এ ডাল থেকে সে ডালে। ঈষৎ কুয়াশাও দিয়েছে, তবে সে খুব ফিনফিনে পাতলা। রাস্তাটা কম করেও সাত আট কিলোমিটার। জামবনী থেকে পূবমুখী রাস্তা। সাঁঝলির সাইকেলটা পুরনো। পঞ্চায়েতের অনি বউদির সাইকেল। সাইকেলটা না পেলে এতদূরে মাস্টারি করতে আসা যেত না। শুধু সাইকেল না সেন্টারের সেই চাকরিটা বলতে গেলে অনি বউদি দিয়েছে জুটিয়ে। কুঁইরি পাড়ার মেয়েদের মধ্যে সাঁঝলি প্রথম উচ্চমাধ্যমিক। ইস্কুলের আর্টসের স্টুডেন্টের মধ্যে সে একমাত্র ফার্স্ট ডিভিশন। স্থানীয় একটি সাপ্তাহিকে ‘খেতমজুরের মেয়ে কামিন খেটে উচ্চমাধ্যমিক’ এই শিরোনামে তাকে নিয়ে সংবাদ বেরিয়েছিল।

সংবাদটি সাঁঝলির একদম ভালো লাগেনি। কামিন সে খাটেনি কোনদিন। বাবুদের বাড়িতে কামিন খাটতে দেয়নি বাবা। তাকে ইস্কুলে পড়িয়ে বড় করার ইচ্ছেটা শুধুই বাবার। মা আর ঠাকুমা চায়নি আদৌ। ঠাকুমার মুখে একটাই কথা বিটি না মাটি। পরের ঘরে হিঁসাল ঠেলবেক তার আবার লেখাপড়া। তখন বুড়ো শিবের সেবাইত দেঘর্যাদের বাড়িতে কামিন খাটাতো মা। ক্ষয় রোগের তাড়সে মায়ের শরীরটা এতটা ভাঙেনি। মাঝে মধ্যে জ্বরটর আসতো। জ্বর এলে মা চুপচাপ দাওয়াতে তালপাতার তালাই বিছিয়ে শুয়ে থাকতো। সেটা ছিল এরকম এক শীতের সকাল। রোদ উঠেছিল ঝলমলিয়ে। উঠানে চটের বস্তা পেতে গা দুলিয়ে ইতিহাস পড়ছিল সাঁঝলি। ক্লাস সেভেনের সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস।

দেঘর্যাগিন্নি লোক পাঠিয়েছিলেন বারকতক। মায়ের জ্বরের কথা তাঁরা শুনতে চান নি। কুলতলায় বসে ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে বিড়ি ফুঁকছিল ঠাকুমা। শেষমেশ ঠাকুমা সেদিন পড়া থেকে উঠিয়ে বাবুদের বাড়িতে মায়ের বাঁধা কাজ করতে পাঠিয়েছিল। পুরনো ফটক ঘেরা প্রকাণ্ড উঠান, দরদালানের বড় বারান্দা, সব ঝাঁটপাট দিয়ে সাফসুতরো করে গোয়ালের গোবর নিকিয়ে চলে আসছিল সে। দেঘর্যাগিনি ছাড়েন নি, একগাদা এঁটোকাঁটা বাসন তার সমুখে এনে নামিয়ে দিয়েছিলেন। তাই দেখে সাঁঝলি বলেছিল, তুমাদে জুঠা বাসন আমি ধুতে পারব নাই। বাবুগিন্নির সে কী রা, চিৎকার করে উঠেছিলেন, কী বললি ? জুঠা বাসন ধুতে লারবি ? সাঁঝলি আরো ঝাঁঝালো স্বরে জবাব দিয়েছিল, বললম ত তুমাদে জুঠা বাসন ধুতে পারব নাই, আমি চললম। তুমরা লোক দেখে লাও গা।

তারপর সে নিয়ে কত কাণ্ড ঝামেলা। বেলা ডুবলে ঘোষেদের জমিতে ধান কেটে বাবা বাড়ি ফিরলে দুপাতা লেখাপড়া করা নাতনির ঔদ্ধত্যের কথা সব ইনিয়ে বিনিয়ে পরিচয় দিয়েছিল ঠাকুমা। শীতের সন্ধ্যায় উঠানে খড়কুটোর আগুন জ্বেলে গা হাত পা সেঁকছিল মা। একরাশ ঝাঁকড়া কালো চুল ঝাঁকানো বাবার ঘোর কৃষ্ণবর্ণের পেটানো পাথরের মুখখানা পলকের মধ্যে ঝলকে উঠেছিল আগুনের আচেঁ। বাবার অমন চেহারা কোনদিন দেখেনি ঝাঁঝালি। ভয় করছিল খুব। বাবা সেদিন মা আর ঠাকুমার সুখে তাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে গমগমে গলায় বলে উঠেছিল, যা করেছিস বেশ করেছিস, একটা কথা মনে রাখিস তুই কিন্তুক কামিন হওয়ার লাগে জন্মাস নাই, শুন যত বড় লাটসাহেব ই হোক কেননে কারু কাছে মাথা নুয়াই লিজের তেড বিকাবি নাই, এই তেজটুকুনের লাগে লেখাপড়া শিখাচ্ছি তোকে। কবেকার ক্লাস সেবেনের কথা, গড়িয়ে গেছে অনেকগুলো দিন, তবু বাবার এই বিভাসিত কথামালার নিশিদিন আলোকিত হয় সাঁঝলি।

আজ বোধ হয় দেরি হয় গেল। রবিবার। রবিবারে হারামণিদের গ্রুপের মেয়েরা আসে। হারামণি হেমব্রম। সেন্টারে পৌঁছুতে সাতটা পেরিয়ে গেল। বারান্দায় কুমড়ো ফুলের নরম রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন দাশরথিদা। ঝাড়গ্রাম অফিসের চৌকিদার। সাইকেলটা ঠেসিয়ে রাখতেই দাশরথিদা সেলাম করে বললেন, দিদিমনি সাহাব আয়া হ্যায় কলকাত্তা সে, আপকো আর্জেন বুলায়া। সাঁঝলি শুধালো, ও দাশরথিদা, আর্জেন্ট ডাকটা কীসের গো, কিছু বলছিলেন স্যার।

।। দুই ।।

‘তোমাকে অরিজিন্যাল ট্রাইব দিতে হবে। আমাদের কলকাতায় বা মেট্রোপলিসগুলোতে যে সব ট্রাইব পাওয়া যায় আমরা সেই কোয়ালিটির ট্রাইব চাইছি না। আমাদের এই বসন্ত উৎসবের ডকুমেন্টারিতে আমরা অরিজিন্যাল জিনিস প্রেজেন্ট করতে চাইছি।’

ঝাড়গ্রামের সেন্টার অফিসে স্যারের পাশে বসে এই কথাগুলো দিয়ে শুরু করেছিলেন টিভির প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ খনা চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সল্টলেকের ফোক কালচার প্রিজার্ভেশন ফোরামের ডিরেক্টর ডঃ অনর্ঘ সেনগুপ্ত। স্যারের সঙ্গে লম্বা একটা বিদেশি চুরুট ধরিয়ে তিনি বলে উঠলেন, লাস্ট ইয়ার টোকিওতে ইউনেস্কোর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আমরা ট্রাইবাল কালচারের অরিজিন্যাল এলিমেন্টগুলোকে হাইলাইট করতে চেয়েছিলাম। ওখান থেকে প্যারিসে ‘কালচার এণ্ড লিবার্টি’র ইনভিটেশনে তিনদিনের এক ওয়ার্কশপে একটা আমি ডিটেলে ডিসকাস করেছি। খনা তোমার এই মোটিফটাকে আমি কিন্তু রেসপেক্ট করি, নো ডাউট ইটস এ প্রোগ্রেসিভ মোটিফ।

কথাগুলো বোধ হয় সব ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারছিল না সাঁঝলি। ক্ষেতমজুর পরিবারের একটি মেয়ের পক্ষে এ ধরনের সফিস্টিকেশন বুঝে উঠতে পারাটা বাস্তবিক বড় দুষ্কর। ম্যাডামের মুখোমুখি বসে সে কিঞ্চিৎ নারভাস হয়েও পড়েছিল।

নিখুঁত ফেসিয়াল করা প্রসাধন চর্চিত মুখমণ্ডল, ঠোঁটে গোলাপি রঙের লিপস্টিক, ঘাড় অবধি ঢেউ খেলানো একরাশ ডাই করা ববড্ চুল, গায়ের রঙ খুব ফর্সা, ঈষৎ মেদযুক্ত দোহারা গড়, পরনে কালো জিনস্যের উপর হলুদ কার্ডিগ্যান। খানিক আগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন স্যার, ঋলা চক্রবর্তী নাম শুনেছো?

কী বলবে বোকার মতন ম্যাডামের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সে। তোমাদের গ্রামের মেয়েদের নিয়ে এই এক প্রবলেন। ঋলা চক্রবর্তীর নাম জানবে না একী হয় নাকি? টিভিতে ওর ছবি দেখোনি। বিখ্যাত ডিরেক্টর। বিখ্যাত কবি। ওর লেখা ফেমিনিস্টি কবিতা তোমাদের মতন টিন এজারদের মুখে মুখে ঘোরে। উত্তম্যান লিবের নাম শুনেছো?

সাঁঝলি ঘাড় নাড়ল।

স্যার বললেন, না তোমাকে নিয়ে দেখছি হবে না কিছুই। তুমি উওম্যান লিবের নামটাই শোননি। শোন উওম্যান লিব মানে নারীর স্বাধীনতা নারী প্রগতি। কী আমি ঠিক বলেছি তো ঋলা।

ম্যাডাম বললেন, আফকোর্স। উওম্যান লিব, ইজ এ মুভমেন্ট ফর উইমেন এনলাইটেনমেন্ট। ব্যাকওয়ার্ড এরিয়ার ভিলেজের মেয়েরা ট্রাইবাল মেয়েরা এরা কি চিরকাল অন্ধকারে থাকবে নাকি। এনিওয়ে এবার কাজের কথা আসি। শোন সাঁওতালদের বাহা ফেস্টিভ্যালের ডকুমেন্টারি তুলবো আমরা। প্রোগ্রামটা তুমি অর্গানাইজ করো। কনট্রাক্ট পারসন হিসেবে তোমাকে আমরা হাজার খানেক টাকা দিয়ে দেব। আর সাঁওতালদের যেসব ফোক আর্টিস্ট এর পারফরমেন্সটা করবে তাদের আমরা পাঁচ হাজার টাকা র একটি রেমুনারেশন দেব। কাল থেকে লেগে পড়। আমরা নেক্সট উইকের মধ্যে নামিয়ে ফেলবো কাজটা। তবে কন্ডিশন একটাই আমি কিন্তু অরিজিনাল জিনিস চাই।

জিনিস শব্দটা আরো একবার কানে লাগলো সাঁঝলির। খোলসা হল না বিষয়টা। আনত স্বরে সাঁঝলি শুধালো, বাহা পারবের তো এখন অনেক দেরি। ম্যাডাম বললেন, দ্যাটস নট প্রবলেম।

স্যার বললেন, আমাদের সেন্টারের সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে কথা বল।

ম্যাডাম জানতে চাইলেন, ওদের এজ গ্রুপ কত।

সাঁঝলি বলল, হারামণি ছাড়া আর সবাই মাঝবয়সি। ম্যাডাম বললেন, নো - নো মিডিল এজেড নট এলাউড। আমার টিন এজার মেয়ে চাই। একটু ফোটো ফেসিং একটু এ্যাপিলিং ফিগার দরকার।

ডঃ অনর্ঘ সেনগুপ্ত বললেন, আইডিয়াটা ভালো। ট্রাডিশনাল কালচারকে ইয়ং জেনারেশন কী ভাবে নিচ্ছে স্টো যদি তুলে ধরতে পারো খুব ভালো হবে। জানো ঋলা, রিসেন্টলি আমরা ট্রাইবাল ফোক কালচারকে বাঁচানোর জন্যে ম্যানিলা থেকে একটা বড় প্রোজেক্ট হাতে পেয়েছি। আমি কি ভাবছি জানো এই যে বাহা ফেস্টিভালের কথা বলছিলে তোমরা—এ ধরনের আরো যেসব ট্রাইবাল ফেস্টিভ্যাল আছে সেগুলোকে বাঁচাতে হবে। ওয়ার্ল্ড এন.জি.ও.ফোরাম থেকে আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোতে কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে।

ঋলা চক্রবর্তী তাঁর পারসোনাল ল্যাপটপে কতগুলো আর্জেন্ট ই-মেল পোস্টিংয়ে কাজ করছিলেন, সেসব সেরে নিয়ে তিনি বললেন, আচ্ছা, আমাদের ভিলেজ সিলেকশনটা কী হবে। ঝাড়গ্রাম আর বিনপুর এরিয়ার ট্রাইবাল ভিলেজগুলো শুনেছি পলিটিক্যাল খুব ডিসটারবড।

সাঁঝলি কোন উত্তর দিতে পারল না।

স্যার শুধোলেন, আমাদের সেন্টারের হারমণি হেমব্রমের গ্রামটা কত দূরে।

সাঁঝলি বলল, সে চিঁয়াগাড়া। বিনপুর আমলাতোড়া জঙ্গল পার হয়ে কিছুটা দূরে। খুব ভালো গাঁ, তবে গাড়ি ঢোকার রাস্তা নাই, শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। গাঁয়ে পশ্চিমে মস্ত লম্বা এক টিলা পাহাড়, তার আড়ালে সূয্যি ডোবে, দেখতে নাকি দারুণ।

ঋলা চক্রবর্তী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, ও.কে. ঐ প্রিমিটিভ গ্রামটাই চাই, শোন প্রোগ্রামটা ফাইনাল।

কথা বলতে বলতে দাশরথিদা রেকফাস্ট নিয়ে এলো। বাটার টোস্ট, ডিমের পোচ, ভেজা চাই, স্ন্যাকস্, সল্ট কাজু, সন্দেশ আর ধূমায়িত কফি।

একে একে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছিলেন দাশরথিদা। ম্যাডাম বললেন, সাঁঝলি তুমি তাহলে নোট করে রাখে আমরা নেক্সট সানডে যাচ্ছি। তোমার কি কিছু এডভন্স লাগবে?

সাঁঝলি বলল, না - না, আমার এখন টাকা লাগবে না। স্যার বললেন, অ্যারেঞ্জনেন্টটা তুমি করে ফেল, শোন আমলাতোড়ায় সনাতন মাহাতো আছে ওকে আমাদের সেন্টারের রেফারেন্সটা দিও, তেমন হলে সনাতনকে আমি একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেব।

সাঁঝলি বলল, স্যার আমি এবার উঠি। কফিতে চুমুক দিয়ে এরা বললেন, বাই, সী ইউ এগেন।

করিডর দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ বাইরে এসে স্যার তাকে পিছু ডাকলেন। কোটের পকেট থেকে পার্স বের করে দশ টাকার নোট বের করতে গিয়ে বললেন, টাকাটা রাখো টিফিন করে নেবে। একগাল হেসে সে বলল, সকালে মাড়ভাত খাইয়ে বেরাইছি স্যার, আখন কোন টিফিন লাগবেক নাই। কথাটা বলেই খুব দ্রুত করিডর পেরিয়ে অফিস গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুখানা ঝকঝকে মারুতি জেনকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে চলে গেল গ্রামিক মেয়েটি।

।। তিন।।

আজ রবিবার। ম্যাডামের নেক্সট সানডে। ঘড়ির কাঁটা নটা ছাড়িয়েছে। সাঁঝলি আর হারামণি সেই সকাল সাতটা থেকে কাপগাড়ির কস্তুরবাঈ সেন্টারের সামনে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে। সাড়ে সাতটায় ম্যাডামের এসে যাওয়ার কথা। সেই মতো মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। স্যার। ম্যাডামের একবার সেন্টার ভিজিটেরও প্রোগ্রাম রয়েছে। মেয়েরা এজন্য সকাল থেকে বসে আছে সেন্টারে।

ওদিকার অ্যারেঞ্জমেন্ট সব ফাইনাল। পরশুদিন হারামণির সঙ্গে চিয়াঁগাড়ায় গিয়ে সব ঠিক করে এসেছে সাঁঝলি।

সাইকেল চালিয়ে গেছিল দুজনে। দিনকয়েক হল হারামণিকে সাইকেল চালানোটা শিখিয়েছে ঝাঁঝলি। তবু সাইকেলে সে চড়বে না কিছুতেই। সাঁঝলি শোনেনি। সেন্টারের দাশরথিদার নতুন সাইকেলটায় একরকম জোর করে চড়িয়ে দিয়েছিল ওকে। শুধু কি তাই হারামণির আবার ছুড়িদার পরতেও বেদম ভয়। সাদা শালোয়ার আর গোলাপি ওড়না সেন্টারের পি.টি. ড্রেস, সাঁঝলি সেটা তাকে পরিয়ে ছেড়েছিল।

সেদিন বিনপুরের সালজঙ্গলের মাঝ বরাবর লাল কাঁকুরে ধুলোর রাস্তায় দিদিমণির পাশাপাশি চুড়িদার পরে সাইকেল চালিয়ে যেতে যেতে হারামণি বলেছিল, জান-অ দিদিমণি আমাদে সমাজে বিটিছেলারা কখন-অ পরে নাই ইসব, তাবাদে সাইকেল চালানোর কথা কি বলব-অ, বিটিছেলা হয়্যে সাইকেল চালাবেক কী, সেই লাগে আমার কেমন লাগছে, গাঁয়ে আবার ই লিয়ে কত কী কথা হবেক।

মাঘের কাঁচা রোদ্দুরে ঝলমল করছিল সবুজ অরণ্য প্রকৃতি। সেই আলো এসে পড়েছিল দিদিমণির মুখে। আলো ঝলমল মুখে দিদিমণি বলেছিল, জানিস মেয়েরা এখন প্লেন চালায়। সাইকেল চালাবি তাতে ভাবনা কীসের। দেখ হারামণি ইসবের লাগে তোদের আমি বলি আগে লেখাপড়া শিখে জানে লে সবকিছু, তাবাদে দেখবি তোদের চিয়াঁগাড়া লিয়ে দুনিয়া লয়, দুনিয়াটা বহুত বড়।

দিদিমমণির মুখে এসব আলোকিত কথা শুনে আদিম সারল্য মাখা সাঁওতাল কিশোরীটির বুকের কুয়াসা ফিকে হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। খানিক বল পেয়ে দিদিমণিকে সে পরিচয় দিয়েছিল, জান অ দিদিমণি আমাদের সমাজে মেইয়াগুলান বুইড় হইয়ে গেলেন ডাইন হয়্যে যায়। আখনো ই কথাটা বহুত লোকে মানে। ইটা কন-অ কথা তুমি বল-অ।

সাঁঝলি বিস্ময়ে হতবাক।

হারামণি বলে যাচ্ছিল, ওঝা আর জান মিলে মাঝি হাড়ামের সঙ্গে সঁট করে কত মেইয়ামানুষকে ডাইন বলে গাঁ থেকে খেদারে দিইয়ে, কতজনকে জিয়ন্ত মার্য়ে দিইছে তার কি কন-অ টিক ঠাউর আছে। এখন কী করছে, শুয়িয়েছিল সাঁঝলি।

হারমণি বলেছিল, আর সব গাঁয়ের কথা বলতে লারব, তবে আমাদে চিয়াঁগাড়াতে আমার দিদি সুরজমণি পঞ্চায়েতের মেম্বার হওয়াতে আর উসব চগুবগু চলে নাই। সুরজমণি সাফ কথা বলে উ লাট কেও ডারায় নাই।

সেই সুরজমণির সঙ্গে সেদিন চিয়াঁগাড়াতে কত কথা কত গপ্পো। দুপুরের পড়ন্ত রোদ্দুরে ওদের উঠানে ধান পালইয়ের গাদার ধারে বাবুই দড়ির খাটিয়ায় বসে কথা যে ফুরোতেই চায় না। শাঁওলা রঙের ছিপছিপে ধারালো তরুণী চোখ দুটো কী সুন্দর, ভারী মিষ্টি দেখতে সুরজমণিকে। সবসময় মুখে লেগে আছে হাসি। তবু তার একটা দুঃখ আছে আঁচল চাপা। সেই দুঃখে নাচ গান সে সব দিয়েছে ছেড়ে।

সে দিন সাঁঝলি ওর হাতে ধরে বলেছিল, কলকাতার টিভি সেন্টারের দিদিমণি আসছে, তুমাকে কিন্তু নাচতে হবে ভাই। তুমি নাচ করবে নাই গান করবে নাই উসব পণ আমি শুনব নাই। পণ তুমাকে ভাঙতে হবেক।

সুরজমণি এক অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, না দিদিমণি, নাচ গানের কথা বল-অ না তুমি, উসব আর আমি নাই করব।

হারামণি পরে সব কথা বলেছিল। দিদির দুঃখের কথা দিদিমণির কাছে সব খুলে বলেছিল সে। সুরজমণির ভালবাসার মানুষ চিয়াঁগাড়া গ্রামের সেই অসম্ভব রাগী যুবকটিকে কতক আগে তুলে নিয়ে গেছে বিনপুরের পুলিশ। জঙ্গলমহলে সে কি পার্টি করে কে জানে। তবে ঝাড়গ্রাম বিনপুর এলাকায় সাঁওতালদের নিয়ে সিধু - কানুর মতন যে সে একটা হুল করতে চেয়েছিল এটুকুন জানে সবাই। পুলিশ এখন তাকে কোন জেলে রেখেছে না হাপিশ করে দিয়েছে, নাকি সে জেলে ভেঙে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আবার পুরোদমে হুলের কাজে লেগে পড়েছে সে খবর জানে না কেউ।

কী দুদ্দস্যি ভালবাসা সুরজমণির। মনের মানুষ ঘরে না ফিরলে নাচ গান সে আর করবে না কোন দিন।

দুপুরে নাচের মেয়েদের সঙ্গে দেখা করার কথা। ডাকতে গেছিল সুরজমণি। তারা কেউ ছিল না ঘরে।

বীরগেড়িয়ার বহালে জল আনতে গেছিল। সুরজমণি বলেছিল সেই অবেলা হয়্যে যাবেক ঘুরতে। সাঁঝলি জানতে চেয়েছিল, অত দূরে জল আনতে যায় কেন, তুমাদে গাঁয়ে টিপকল বসে নাই। সুরজমণি বলেছিল, ইখেনে ত সব পাথুরা মাটি গ দিদিমণি। ই মাটিতে টিপকল নাই বসবেক। একটা কুঁয়া কাটাতে হবেক গাঁয়ের, ই কথাটা সেই কবে থাকে বলছিল প্রধানকে সে গা করে নাই। আমি ত নিদ্দল থাকে ভোটে দাঁড়াইছি, গাঁয়ের সব লোক মিলে আমাকে দাঁড় করাইছে, ইয়াদিকে লিয়ে ইবেরে পঞ্চাত আপিসে যাব, তবু কুঁয়া একটা গাঁয়ে আমি করবই। বীরগেড়িয়ার বহাল থাকে বালি খুঁড়ে জল আনতে আমাদের বউ বিটিদে কী কষ্ট - অ বল - অ দেখনি, জায়গাটা বহুত দূর, সে কম করে তিন চার মাইল ত বঠেই। টিভির বাবুরা আল্যে আমার বহুত কুছ বলার আছে, আমাকে যদি টুকুন বলতে দাও দিদিমণি।

সাঁঝলি আশ্বাস দিয়েছিল, টি.ভি.সেন্টারের যে ম্যাডাম আসছেন তিনি আমাদের মেয়েদের নিয়ে মস্ত বড়ো একটা আন্দোলন করছেন—উওম্যান লিব। তুমি দেখবে তুমাকে পালে ছাড়বেক নাই ম্যাডাম। তুমার সব কথা টিভিতে তুলে দিবেক।

সুরজমণির মুখে চোখে উপচে পড়েছিল খুশি, তাহলে ত খুবই ভাল-অ হবেক গা দিদিমণি, অত বড় মানুষ আমাদের গাঁয়ে কুলিতে পা দিবেক ই কি কম কথা বটে, তুমি বলছ আমাদে লাচ গানের লাগে টাকাও দিবেক, পাঁ-চ হাজার টাকা, উ টাকা লিয়ে আমরা কুঁয়া খুঁড়ব গাঁয়ে, সেই কুঁয়া বাঁধান-অ হল্যে তার গায়ে তুমার আর টিভি দিদির নাম লেখে দিব।

।। চার।।

এইমাত্র কাপগাড়ির কস্তুরবাঈ নারী জাগরণ কেন্দ্রের সামনে দুখানা সাদা টাটা সুমো এসে দাঁড়াল। প্রথম গাড়িটার সামনের সীটে তাঁরা দুজন পাশাপাশি বসে। জানলার কাঁচ সরিয়ে সানগ্লাস চোখে উকি দিলেন ম্যাডাম।

সেন্টারের মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে ফুলের মালা নিয়ে এলো ছুটে। ম্যাডাম তাড়া দিয়ে বললেন, নো - নো ইটস টু লেট।

উঠে এসো গাড়িতে।

হারামণিকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠতে হস সাঁঝলিকে। সবুজ শালজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কাঁচা রাস্তায় লাল ধুলো উড়িয়ে ছুটতে লাগল গাড়ি।

ম্যাডাম বললেন, ভেরি বিউটিফুল লোকেশন। তোমার সব অ্যারেঞ্জমেন্ট রেডি তো। শোনো স্পটে গিয়ে কিন্তু একেবারে টাইম কিল করা যাবে না। ডে লাইট থাকতে কাজটা কমপ্লিট করতে হবে। ইনফ্যাক্ট ডিসট্যান্সটা কতটা বলতে পারো?

পাশে বসে থাকা হারমণির দিকে চেয়ে সাঁঝলি বলল, আট ন মাইল হবে তাই না রে হারামণি।

হারামণি সায় দিয়ে বলল, হুঁ উরমই ত হবেক।

ম্যাডাম পিছন ফিরে তাকালেন, হাউ স্ট্রেঞ্জ! তুমি ট্রাইব? কী নাম তোমার?

হারামণি হেমব্রম।

ও এর কথাই তুমি বলছিলে সেদিন।

স্যার লম্বা চুরুট ধরিয়ে শালজঙ্গলের সবুজের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারছিলেন না। খানিক পরে এসে পড়ল ডুলুং। নুড়ি পাথরের গা বেয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নীল জলের নদী। কালভার্টের উপর দিয়ে একখানা মোষের গাড়ি পার হচ্ছে, গাড়োয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে, মোষেরা দিব্যি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভারী অদুভত লাগছে দেখতে।

স্যার বললেন, ঝলা তুমি তো আমাদের সেন্টারে নামলে না, এখান নেমে পড়। কী রোমান্টিক সিন দেখছো। নদীর নামও তেমনি। ডুলুং। সব মিলিয়ে তুমি কিন্তু একটা কবিতা লিখতে পারতে।

ম্যাডাম কোন উত্তর দিলেন না।

ডুলুং পার হয়ে দ্রুত ছুটল গাড়ি। সবুজ আর সবুজে মোড়া অরণ্য প্রকৃতি শেষ হতে না হতেই এসে পড়ল আমলাতোরড়া। লাল মাটির রাস্তায় পাথর বেরিয়ে পড়েছে যত্রতত্র। ঝাঁকুনি হচ্ছিল।

স্যার খোঁচা দিয়ে বললেন, অরিজিন্যাল জিনিসের জন্য এভাবে রিমোট ইন্টিরিয়ারে ছুটে আসার কোন মানে হয় না ঝলা। একটা ম্যাটাডর হায়ার করে ওদের তুমি কাপগাড়িতে আমাদের সেন্টারে আসতে বলতে পারতে। লোকেশন টোকেশনগুলো পরে এডিট করে নিলেই চলতো।

আমলাতোড়া পার হয়ে বীরগেড়িয়া। তারপর যে ঘোর লাল কাঁকরে রাস্তাটা পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে সেই ধূ ধূ মাঠে প্রকাণ্ড অশ্বস্থ গাছের তলায় থামতে বলল সাঁঝলি।

ম্যাডাম চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে এখানে কী হল। সাঁঝলি বলল, এটাই চিঁয়াগাড়া।

স্যারের সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে ম্যাডাম এবার বিরক্তি চাপতে পারলেন না।

কোথায় চিঁয়াগাড়া। ধূ ধূ করছে লাল কাঁকরের খোয়াই, শালবন, ধানক্ষেত, বাবলা আর তালের সারি। তার আড়ালে উঁকি দেওয়া মাটির ঘরগুলো দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল সাঁঝলি।

সেদিকে তাকাতে গিয়ে ম্যাডামের ফটোক্রোমেটিক চশমার সাদাকাঁচ মাঘের রৌদ্রে আরো কালো হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা এগারোটা পার হয়ে গেছে।

সাঁঝলিকে তাড়া দিয়ে ম্যাডাম বললেন, তুমি আগে যাও, ওদের খুব কুইকলি রেডি হতে বলো।

গাঁ ঢুকতেই তালগাওওয়ালা মাঝির বাঁধ, তার ওপারে মোহলবাগানের বাঁদিকে মাটির ঘরে সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিল সুরজমনি। একটা আটপৌরে তাঁতের লাল ডুরে শাড়ির উপরে লাল রঙের ব্লাউজ গায়ে তাকে আজ অন্যরকম লাগছে দেখতে। কাছে যেতেই জড়িয়ে ধরলো সুরজমণি।

সাঁঝলি বলল, তুমার সব মেয়েরা কুথায়? ম্যাডাম একদম সময় নষ্ট করতে চান না।

সুরমণি নির্বিকার চিত্তে বলল, আগে তুমরা হাত মুখ ধুও, টুকুন ঘরে বসে জিরাও, তাবাদে আস্য যাবেক উয়ারা।

সাঁঝলি আর্ত স্বরে শুধালো, কেনে নাচের মেয়েরা সব গেছে কাথায়

সুরজমণি বেশ নিশ্চিন্তে বলল, বীরগেড়িয়ার বাহালে মাছ ধরতে গেছে। কইলকাতার বাবুরা সব আসছে তাদের খালি মুরগীর ঝোল ভাত খাওয়ালে হবেক? বীরগেড়িয়ার মাছ খালে দেখবে তার কেমন সুয়াদ।

ভারি দুশ্চিনতায় পড়ল সাঁঝলি। ভাবতে ভাবতে দলবল নিয়ে এসে পড়লেন ওরা।

আদিম সারল্যের আবেগে ম্যাডামের হাতখানি ধরে ফেলেছিল সুরজমণি। তাঁর কিন্তু অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ব্যাগ থেকে কোল্ড ক্রীমের কৌটোটা বের করার জন্য সন্তর্পনে হাত ছাড়িয়ে নিলেন তিনি। মাটির ঘরের নিকানো উঠান, কৃষ্নমৃত্তিকার দেওয়ালে লাল গিরিমাটি দিয়ে রাঙানো আদিম লোকায়ত চিত্রমালারা দ্বিপ্রহর রৌদ্রে আরো উজ্জ্বল। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে দলের লোকজন। ম্যাডামের সময় নেই, তিনি বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। উঠানে দুটি খাটিয়া ছিল পাতা, তাঁরা অবশ্য বসতে চাইলেন না কেউ। ঝকঝকে কাঁসার গ্লাস আর কাঁসার ঘটিতে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এলো হারমণি। ব্যাগে মিনারেল ওয়াটার আছে বলে সে জল খেলেন না তাঁরা। সুরজমণিকে ডেকে ম্যাডাম বললেন, না আর দেরি করা যাবে না।

সুরজমনি শশব্যস্ত হয়ে বলল, দিদি আপনাদের খাওয়া দাওয়ার সব যোগাড় করেছি, আজকে দুটা ভাত খাতে হবেক আমাদের ঘরে।

ম্যাডাম বললেন, আরে আমরা কাজ করতে এসেছি, আমরা কি তোমাদের এখানে ভাত খেতে এসেছি নাকি।

স্যার ঘাড় নেড়ে টাইয়ের নট টা একটু ঠিক করে রুমালে মুখ মুছে বললেন, আমাদের কাছে ফাস্ট ফুডের প্যাকেট আছে, ও ভাত টাত্ খাওয়া যাবে না।

দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলেন ম্যাডাম। সাঁঝলি আর সুরজমণিকে তাড়া দিয়ে বললেন, চলো চলো শুটিংয়ের প্লেসটা কোথায় করেছ দেখি।

ভরদুপুরে সাঁওতাল গাঁ প্রায় শুনশান। দু'পাশে সার দেওয়া মাটির ঘর। মাঝখানে কাঁচা লাল ধুলোর পথ। শীতে পুরু ধুলো। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁটছিলেন ওরা। দু চারটে কুকুর আর উলঙ্গ শিশুর দল ছাড়া কেউ নেই আর। ক্যামেরাম্যান উতল আর সাউন্ড রেকর্ডিস্ট সুনেত্র'র সঙ্গে নিচু কলায় কি যেন বলেছিলেন স্যার। যেতে যেতে সাঁঝলিকে প্রায় ফিসফিস করে শুধালো উতল, এখানে পাওয়া যাবে?

কি বলুন তো।

মহুয়া।

আমি জানি না।

পঞ্চায়েতের মেম্বারকে বলে দেখুন না।

সাঁঝলি কোন জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে ফ্রেঞ্চ কাট উতলের দিকে একটিবার তাকাল মাত্র।

মাঝি হাড়ামের বাড়ির কামারে ফাঁকা জায়গাটা নাচের জন্যে ঠিক করে রাখা হয়েছিল, জায়গা কিন্তু পছন্দ হল না ম্যাডামের। উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি জানতে চাইলেন, নাচের টিমটা কোথায়, ওদের ডাকো, একটা স্ক্রিনিংয়ের ব্যাপার আছে, সবাইকে নেওয়া যাবে না।

কথাটা এবার বলতেই হল সুরজমণিকে।

ম্যাডাম সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, ও মাই গড, শুটিং ফেলে মাছ ধরতে চলে গেছে।

স্যার বোঝাতে চাইলেন, ইটস্ এ রিয়াল ট্রাইবাল ক্যারেক্টার। ডঃ ভৌমিকের বইয়ে এ নিয়ে ডিটেল রেফারেন্স আছে। ফিশ হান্টিং ইজ এ প্রিমিটিভ ট্রাইবাল অকুপেশন।

ম্যাডামকে তবু বোঝানো গেল না। তিনি উত্তেজিত হয়ে সাঁঝলিকে একরকম ধমক দিয়ে ফেললেন, এই তোমার অ্যারেজমেন্ট সাতদিন আগে জানিয়েছি, কী করছিলে তুমি? আজ শুটিং না হলে কত টাকা লস হয়ে যাবে জানো?

ক্ষুব্ধ ম্যাডামকে আশ্বাস দিয়ে সুরজমণি বলল, অত ভাবছেন কেনে গো দিদি। দেখুন উয়ারা আখনি চল্যে আসবেক। আমি লোক পাঠাইছি ডাকতে। ততখেন চলুন জায়গাটা দেখবেন চলুন।

সাঁওতাল গাঁয়ের বৃদ্ধ মাঝি হাড়াম দাঁড়িয়ে শুনছিল সব। সাহেব মেমদের কথাবার্তা। তিনি বুঝতে পারছিলেন না আদৌ। স্যার কিন্তু হঠাৎ হ্যালো ভিলেজ হেডম্যান কনগ্রাচুলেনশ বলে তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে খাটিয়াতে বসে পড়েলেন। কোটের পকেট থেকে একখানা চুরুট বের করে দিতে খুব খুশি মাঝি হাড়াম। দামী জাপানি লাইটার দিয়ে চুরুটটা ধরিয়ে দিলেন স্যার। প্রাচীন উপজাতি গ্রাম প্রধানের মাকড়সার জালের মত নক্সাকাটা কালো মুখখানা পলকের মধ্যে আলোকিত হয়ে উঠল। স্যার বললেন, ঋলা লোকেশনটা তুমি দেখে এসো, আমরা বসছি এখানে।

সুরজমণি আর সাঁঝলিকে সঙ্গে নিয়ে লোকেশন খুঁজতে বেরিয়ে গাঁযে নামকুলি আর মাঝকুলির মধ্যিখানে মারগ লড়াএয়র ফাঁকা ডাঙ্গাটা মনে ধরে গেল ম্যাডামের। শালমোহল আর পলাশবনে ঘেরা লাল কাঁকরে ডাঙ্গা। বিস্তর কুঁড়ি এসেছে পলাশের, এর মধ্যে কয়েকটা গাছে ফুলও ফুটেছে, আর শালফুল, অগুনতি নক্ষত্রের মতন আলোকিত সারা মাঠ। পশ্চিমে সবুজ দিগন্তের গা ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলে গেছে নীল পাধরের সেই লম্বা টিলাপাহাড়। লোকেশনটা দেখে সত্যি মুগ্ধ ম্যাডাম।

তখুনি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে খবর দিল হারামণি লাচের মেইয়ারা চল্যে আইসে। সুরজমণি বলল, যা - যা জল্দি করে উয়াদিকে লিয়ে আয় ইখানে।

কথা বলতে বলতে স্যারও এসে পড়লেন। সঙ্গে ক্যামেরাম্যান উতল সাউণ্ড রেকডিস্ট সুনেত্র ও তাদের দলবল। স্যারকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এই উৎফুল্লের হেতু সাঁঝলি বা সুরজমণি কারো জানার কথা নয়। মাঝি হাড়াম কীভাবে মাটির ঘরে দাওয়াতে বসিয়ে চিরাচরিত প্রথায় এক হাঁড়ি মহুয়া সহকারে সাহেবকে আপ্যায়ন করলেন, এবং সেই আপ্যায়নে সাহেব সহ তাঁর অনুচরবর্গ যারপরনাই বিগলিত হয়ে পরম হর্ষ চিত্তে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কি অসাধারণ দক্ষতায় পূর্ণ হাঁড়ি শূন্য করে দিলেন সে দৃশ্য তাদের দৃষ্টির বাইরে রয়ে গেল। আসলে ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত সাহেবের ট্রাইবাল ভাতে আপত্তি ছিল ঠিকই কিন্তু ট্রাইবাল মদে কোন আপত্তি নেই এই অমূল্য তথটুকুন জানা থাকলে এত বিষণ্ণ হত না সুরজমণির মন।

।। পাঁচ।।

শুরু হয়ে গেল শুটিং। ম্যাডামের টেনশন একটাই সেটা হল আলো নিয়ে। পশ্চিমে টিলা পাহাড়ের আড়ালে সূয্যি একবার ঢলে গেলে বেলা থাকতেই ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। উতলকে ব্যাপারটা বলে দিয়েছেন ম্যাডাম। মহুয়া পেটে পড়ার পর উতলের মনটি ভারী ফুরফুরে। ম্যাডামকে সে বলল, বিউটিফুল লোকেশন দিদি, রিয়ালি আই কান্ট ইমাজিন।

দিদি বললেন, শোন মেয়েরা এক্ষুণি এসে পড়বে। খোঁপায় পলাশ ফুল ঘুঁজে নাচতে বলেছি ওদের। আর শোন এড্রেসটা একটা দেখে নিতে হবে। একটা কথা মনে রাখবে ওনলি এ্যাপিলিং ফিগার উইল বী এ্যালাউড।

কথা বলার ফাঁকে সাঁঝলি এলো ছুটে। বলল, ম্যাডাম আপনাকে ওদিকে ডাকছেন স্যার।

মাঠের এক কোণায় মাঝি হাড়ামের সঙ্গে খাটিয়ায় বলেছিলেন স্যার। খাঁটি ইউরোপিয়ান পোশাকে মাঝি হাড়ামের পাশে তাকে অদ্ভুত লাগছিল। তিনি বললেন, দেখো ঋলা ভিলেজ হেডম্যান কী বলছে দেখো।

কী বলছে?

তোমার নাচের টিমের কোন মেয়ে খোঁপায় ফুল গঁজতে পারবে না। কেন কী হয়েছে?

এবার মিশমিশে আদুল গায়ে সাদা পাগড়ি বাঁধা মাঝি হাড়াম কালো গোঁফ জোড়া নাটিয়ে বললেন, বাহা পরবে জাহেরথান মারাংবুরুর পূজা না হলে কন-অ গাছের ডালে হাত দিয়ে চলবেক নাই।

নাচের মেয়েদের নিয়ে ওপাশে রিহার্সল দিচ্ছিল সুরজমণি। ম্যাডাম তাকে ডেকে পাঠিয়ে ব্যাপারটা হেডম্যানকে বুঝিয়ে বলতে বললেন। সুরজমণি বলল, ই লিয়ে ত কিছু বলার নাই দিদি। বাহা পরবের আগে লতুন ফুল লতুন পাতায় হাত দিয়া চলবেক নাই ইটা আমাদের নিয়ম বটে। বিব্রত ম্যাডাম বলে উঠলেন হোপলেস।

স্যার বলেন, ডোন্ট বী আপসেট ঋলা, ইউ হ্যাভ টু পে সাম মানি।

প্রস্তাবটা খারাপ না। ম্যাডাম তক্ষুনি স্কারলেট কালার জ্যাকেটের ইনসাইড পকেট থেকে দামী পার্স বের করে বললেন, সুরজমনি তোমার নাটের মেয়েদের ডাকো এখানে আমি ওদের হাতে রেমুনারেশনের টাকা তুলে দেব।

সুরজমণি বলল, দিদি আমরা মিটিন্ করে ঠিক করেছি আপনার টাকা লিয়ে কুঁয়া খুঁড়ব গাঁয়ে

ম্যাডাম আর কিছু বলতে চাইলেন না। মুহূর্ত কত নিশ্চুপ থেকে তিনি সুরজমণির হাতে পাঁচ হাজার টাকার কনট্রাক্ট ফর্মটা তুলে দিয়ে বললেন ঠিক আছে তুমি এখানে একটা সই করে দাও নাচের পরে পেমেন্টটা করবো। ইংরিজি আর হিন্দিতে লেখা কনট্রাকট ফর্ম। পড়তে পারল না সুরজমণি। নাড়াচাড়া করে দেখল শুধু। আশে পাশে সাঁঝলি দিদিমণি আছে কি না দেখল একবার, তারপর বলল ঠিক আছে— ফমরটা আমার কাছে অখন থাক, অপনি যখন টাকা দিবেন তখন সই করে দিব।

ম্যাডামের দেরি হচ্ছিল দেখে ডাক দিয়ে গেল উতল। দিদি রিহার্সাল কমপ্লিট। ফাইনাল টেকটা নেবো। আপনি আসুন।

মোরগ লড়াইয়ের মাঠে এখন ধামসা মাদলের তালে বাহা গানের সম্মেলক সুর,

‘বাহা বংগায়ের মুলুয়ে না
সারজম দারে রে
সারজম দারে’

সাঁওতাল কিশোরীরা লাল ব্লাউজ আর সবুজ পাড় সাদা শাড়ি পরে হাত ধরাধরি করে নেচে নেচে গান গাইছে। দুটি একটি করে জমতে শুরু করেছে লোকজন। বীরগোড়িয়ার বহালে গাঁয়ের যেসব মেয়ে বউরা মাছ ধরেত গেছিল তারা জলকাদামাখা ভিজে শারিতে ঘনকাল কাঁধে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় সোজা ছুটে এসে মোরগ লড়াইয়ে মাঠে।

ফাইনাল টেকটা নিতে যাচ্ছিল উতল। মনিটারের দিকে তাকিয়ে ম্যাডাম হঠাৎ বললেন কাট। নাচের মেয়েদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা দিব্যি নের্চে যাচ্ছে। সুরজমণি আর সাঁঝলি ওপাশে দাঁড়িয়ে। উতল একটা রিটেকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ম্যাডাম তাকে ডাকলেন।

তুমি কি করেছটা কী। ফাইনাল রিহার্সালের আগে আমাকে একবার ডাকলে না। পুরো প্রোগ্রামটাই ডিস অর্ডার হয়ে গেল।

ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিল না উতল। ম্যাডাম তাকে মনিটারে চোখ রাখতে বলেন। তাও কিছু বোধগম্য হল না তার।

এখন ঈশৎ বিরক্ত হয়ে ম্যাডাম বললেন, আরে তোমাকে বলেছিলাম না অরিজিনাল ছবি চাই। ঐ দেখো মেয়েগুলো ব্লাউজ পরে নাচছে, শাড়িটা কীভাবে পরেছে দেখো।

ট্রাইবাল মেয়েদের এটা কি অরিজিনাল ড্রেস। ডাকো সাঁজলিকে।

সাঁঝলি ছুটে এলো তক্ষুনি।

ম্যাডাম প্রচণ্ড ক্ষোভের স্বরে বলে উঠলেন, এই তোমার ট্রাইবাল মেয়ে। কোন সেন্স আছে তোমার।

এই আকস্মিত তিরস্কারের অর্থ বুঝে উঠতে পারছিল না সাঁঝলি বলল কেন কী হয়েছে ম্যাডাম।

কী হয়েছে বুঝতে পারছ না। তোমার কাছে আমি অরিজিনাল জিনিস চেয়েছিলাম। তুমি এসব কোত্থেকে নিয়ে এলে। ঐ দেখো ঐ যে মেয়েগুলো খালি গায়ে হাঁটুর উপরে ভিজে শাড়ি পরে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে ওরা হচ্ছে অরিজিন্যাল ট্রাইবাল মেয়ে। আমি এরকম টিন এজার ট্রাইবাল গার্ল চেয়েছিলাম।

মোরগ লড়াইয়ের মাঠে ঠা ঠা রোদ্দুরে সাঁঝলির দুচোখে সমুখে ঝাপসা হয়ে গেল ম্যাডামের অবয়ব। ব্যাপারটা বহু চেষ্টাতেও বুঝে উঠতে পারছিল না সে। ম্যাডাম তাকে আদেশ দিলেন, শোন তুমি ওদের ব্লাউজগুলো খুলে ফেলতে বলো এক্ষুনি। আর শহরে মেয়েদের মতন ওভাবে নয়। শাড়িটা হাঁটুর উপরে পড়তে বলো। আই ওয়ান্ট্ অনলি অরিজিন্যাল টিন এজার গার্লস। ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা ডিসকভারি চ্যানেলে তুমি আফ্রিকান ট্রাইবাল ইউম্যানদের দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতে। জানো আফ্রিকান ট্রাইব্রাল ড্যান্সের একটা প্রিমিটিভ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। যাও আর টাইম কিল করা যাবে না। তুমি ওদের বলো ওরা বাড়ি গিয়ে সব পালটে আসুক।

গ্রাম্য তরুণীটি আচমকা কঠিন স্বরে জবাব দিল, আমি পারব না ম্যাডাম, আপনি যান, আপনি গিয়ে বলুন।

কী স্পর্ধা, কী ঔদ্ধত্য। ক্ষুব্ধ ম্যাডাম ডেকে পাঠালেন স্যারকে। সব শুনে স্যার বললেন, এ আর এমন কী প্রবলেম, সাঁঝলি যাও বলে এসো। স্যারের আদেশ প্রত্যাখ্যান, করে সাঁঝলি বলল, স্যার ও আমি পারব না।

সাহেব তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠলেন, হোয়াট ?

নেটিভ মহিলা কর্মীটি বলল, বললাম তো, ও আমি পারব না।

সাহেব হতবিস্মিত হয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, ও তুমি তাহলে আমাদের ইনসাল্ট করতে ডেকে এনেছ এখানে। শোন কাল থেকে তুমি যাবে না আমাদের সেন্টারে। আর কাজ করতে হবে না।

বারোশ টাকা মাস মাইনের চাকরি থেকে এক কথায় বরখাস্ত হওয়া মেয়েটি তবু দমে গেল না। সাহেবের মুখের উপর সে এবার কিছুটা উদ্ধত স্বরে জবাব ছুঁড়ে দিল, ঠিক আছে, আমি যাব না আপনার সেন্টারে।

বাকরুদ্ধ সাহেব বুঝতে পারলেন না এক নেটিভ মহিলা কর্মীর মুখ নিচু করা আনত স্বরে আচমকা এত জোর এলো কোত্থেকে। তার প্রায় গা ঘেঁষে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির বুকের ভিতরে তখন একজন ঝাঁকড়া চুলের কালো মানুষ

পাহাড়ি নদীর হড়কা বানের মতন ফোঁপাচ্ছে, 'শন যত বড় লাটসাহেবই হোক কেননে কারু কাছে মাথা নুয়াই লিজের তেজ বিকাবি নাই', বাস্তবকি এই ফোঁপানি সাবে শুনতে পাবে কী ভাবে।

ওপাশে আদিম লোকায়ত নৃত্যের মধ্যে এক গভীর মগ্নতায় ডুবে গেছে সাঁওতাল কিশোরীরা। গ্রামের লোকজনের দৃষ্টি এখন শুধু ওদের দিকে। মেয়েগুলো যে এত ভালো নাচতে শিখেছে তা দেখে গ্রামের নৃত্য পটিয়সী যুবতীরা ভিজে শাড়িতে ঘুনজাল কাঁধে তাকিয়ে আছে বিস্ময়ের আবেশে।

দিদিমণি গেল কুথাকে। ইতি উতি চেয়ে সাঁঝলিকে খুঁজছিল সুরজমণি। ম্যাডাম তাকে কাছে ডাকলেন। নীল জিনসের টুপিটা খুলে তার বিখ্যাত ইউরোপিয়ান সান গ্লাস প্লাক করা ভুরু জোড়ার ওপরে তুলে ম্যাডাম খুব নরম সুরে বোঝাতে চাইলেন, আমরা একটা প্রবলেমে পড়েছি সুরজমণি, তোমাকে একটা শট আউট করে দিতে হবে। অন্য কিছু না আমি তোমাদের ট্রাইবাল ড্যান্সের একটা অরিজিনাল ছবি তুলতে চাইছি। তুমি তো জানো তোমাদের মেয়েরা গায়ে কোন ব্লাউজ দেয় না, ইন ফ্যাক্ট এতে ওদের ভালোই দেখায়, ঐ যে খালি গায়ে ভিজে শাড়িতে যে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে নাচ দেখছে ওদের কিন্তু দারুণ দেখতে লাগছে। আদিবাসীদের এটাই তো অরিজিন্যাল ড্রেস, তাই আমি ওদের ব্লাউজগুলো খুলে ফেলতে বলেছি। প্লীজ তুমি একটু দেখো না ব্যাপারটা।

ম্যাডামের কথা শেষ না হতেই মাঘের এই ক্ষিপ্র দ্বিপ্রহের মোরগ লড়াইয়ের মাঠে সুরজমণির দুচোখে চিয়াঁগারা সূর্য উঠল ঝলসে। সে কোন কথা কইল না। তার হাতে ধরা ছিল ম্যাডামের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার কনট্রাক্ট ফর্ম। সেটি শুধু কুঁকড়ে যেতে লাগল ক্রমশ।

সুরজমণির নীরবতা দেখে অস্বস্তি বাড়ছিল ম্যাডামের। সাহেব বললেন, ঝলা ইউ শ্যাল ট্রাই টু কনভিন্স হার এগেন। ম্যাডাম এবার আরো সহজ করে বোঝাতে চাইলেন, এই দেখো সুরজমণি ব্যাপারটা তুমি অন্যভাবে নিও না, আমি শুধু ওদের ব্লাউজগুলো খুলতে বলছি, আর শাড়িটা যেভাবে পড়েছে আদিবাসী মেয়েরা কিন্তু ওভাবে শাড়ি পড়ে না, এটা আমাদের সভ্য মেয়েদের মতন হয়ে গেছে, তাই শাড়িটা একটু গুটিয়ে নিয়ে হাঁটুর উপর পরতে বলছি।

নির্বাক সুরজমণি ম্যাডামের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখল একটিবার। পরণে নীল জিনসের প্যান্ট, গায়ে হলুদ পাঞ্জাবির সঙ্গে স্কারলেট কালারের দামী জ্যাকেট, মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস। তার খানিক তফাতে নাচ দেখতে ভিড় করা লোকজনের মাঝে উৎসুক চোখে দাঁড়িয়ে থাকা হতদরিদ্র অর্ধউলঙ্গ সাঁওতাল যুবতীরা। গিধনীর হাটে এখানে ব্লাউজ কিনে পরার মতন সামর্থ্য নেই তাদের। যুগের হরে যুগ তারা আদিবাসী। আদিবাসী রমণী। এই রমণীরাই টিভির দিদিমণির সবচাইতে বেশি পছন্দের। সত্যি তো গিধনীর হাট থেকে নাচের মেয়েদের জন্যে ব্লাউজ কিনে দিয়ে মস্ত ভুল করেছে সুরজমণি। আদিবাসীরা শুধু আদিবাসী। তারা অসভ্য আদিবাসী। ব্লাউজ গায়ে দিয়ে সভ্য মেয়েদের মতন শাড়ি পরলে বাবুদের ড্রয়িংরুমের টিভির রঙীন পর্দায় তাদের মানাবে কেন।

এসব ভীরু ভাবনার মাঝে আচমকা মোরগ লড়াইয়ের মাঠে হাভাতে মানুষ জনদের ভিড়ে তার ভালবাসার মরদ তীর কাঁড় হাতে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিল সুরজমণিকে। শিকার পরবের তীরের ফলার চেয়ে অসম্ভব ধারালো সেই মরদ ধকধক করা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতন চোখে কী বোঝাতে চাইছে তাকে। সে কী এসবের জন্যে সিধু কানুর মতন ঠাকুর বাবার নামে শালগিরা পাঠিয়ে ডাক দিতে চেয়েছিল 'দেলায় বিরিদ পে দেলায়া তিঞ্গুন পে'। হাজার হাজার খেলোয়াড় মানুষকে ঘর থেকে বের করে এনে মাথা খাড়া করে বাঁচতে শিখিয়ে সে কী এজন্যে নতুন একটা হুল করতে চেয়েছিল।

সুরজমণির নীরবতায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে যাচ্ছিল ম্যাডামের। বুনো ফুলের মতন কিশোরীরা তখনো মগ্ন হয়ে আছে বাহা নাচে। টিভি ক্যামেরা চলছে না বন্ধ হয়ে সে কোন হুঁশ নেই তাদের। ম্যাডাম আর থাকতে না পেরে সুরজমণির কানের গোড়ায় মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, ওই সুরজমণি আমার টাইম চলে যাচ্ছে। তুমি জল্দি করো। ওদের ব্লাউজগুলো খুলে দিয়ে খালি গায়ে নাচতে বলো।

চিয়াঁগাড়া গাঁয়ের দুঃসাহসী মেয়েটি এবার আর পারল না। হাঁ হাজার টাকার কনট্রাক্ট ফর্মটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে মেমসাহেবের হাতে ধরিয়ে ধমক দিয়ে বলে উঠল সে, যা-যা তুরা চল্যে যা। বহুত লাচাইছিস। ইহার তুদের লাচ আমরা আর লাচব নাই।

আকস্মিক এই হুল হংকারে আদিম প্রান্তজনেরদের নির্বোধ ভীরুতা সম্পর্কে যাবতীয় নাগরিক মিথ ভেঙ্গে পড়ল ম্যাডামের। মহানগরীর গলফগ্রীন থেকে দূরে বহুদূরে নদী পাহাড় জঙ্গল ঘেরা আদিবাসীদের এই রুক্ষভূমিতে কবে কখন কতবার এমনিধারা আরো কত ভূকম্পন গেছে ঘটে, তা পরিমাপ করার মতন কোন রিখটার স্কেল হাতে নেই ম্যাডামের, তবু তিনি মোরগ লড়াইয়ের মাঠে মাঘের রৌদ্রে আর্দ্রতাহীন উত্তুরে বাতাসে তাবৎ থেমে গিয়ে তার তীব্রতার মাত্রা টের পাচ্ছিলেন। ইউরোপিয়ানার বারবি ডলের মতন সাহবে আর মেসাহেব দুজনে এখন নিশ্চল নির্বাক।

এদিকে বাহা নাচের অন্তিম পর্বে ধামসা মাদলের তালে প্রান্তজনেদের কলরোলে জমে উঠেছে মোরগ লড়াইয়ের মাঠ। তার মাঝে হঠাৎ সাঁঝলির হাত ধরে টান দিলে সুরজমণি। তারপর বহুদিনের পণ ভেঙে মোরগ লড়াইয়ের মাঠে দিদিমণিকে সঙ্গে নিয়ে এক অন্য গানে অন্য নাচে মেতে উঠল সুরজমণি।

বদলে গেল সব। বদলে গেল ধামসা মাদলের সুর, মাঘের রোদ্দুর, শাল মোহলের রঙ, পলাশের কুঁড়ি, উত্তুরে বাতাস, শীতের আকাশ এমনকি চিয়াঁগাড়ার মোরগ লড়াইয়ের মাঠটা পর্যন্ত পলকের মধ্যে বদলে গিয়ে পাকুড়ের মাঠ হয়ে দাঁড়াল। সেই দ্রোহলগ্নে সুরজমণি হেমব্রমের সুরেলা কণ্ঠে হঠাৎ ভগনাডিহির চুন মুর্মুর চার দামাল ছেলে সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব আকাশ বাতাল - নদী পাহাড় জল জঙ্গল - ডাঙ্গা ডহর সব কাঁপিয়ে হঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল।

''নুসাসাবোন ড়ওরাবো চেলে হঁ বাকো তেঙ্গোন
খাঁটিগে বোন হুল গেয়া হো
খাঁটিগে বোন হুল গেয়া হো।''